R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—৪

টেলিফোন : ৩৪-১৩৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ছাপা পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১লা সেপটেম্বর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪.

বিড়ি শিল্পে অচলাবস্থা, অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের হুমকী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ হারে বিড়ি তৈরীর নিম্নতম মজুরী ধার্য্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিশেষ সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ হারে বিড়ি তৈরীর নিম্নতম মজুরী ধার্য্য করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সোম ও মঙ্গলবার জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত বিড়ি কারখানায় ৪৮ ঘণ্টার প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়। ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বিড়ি শিল্পের প্রধান ঘাঁটি অরঙ্গাবাদ ছিল নিঃস্পন্দ। রঘুনাথগঞ্জের কারখানাগুলিতেও কোথাও কোন কাজ হয়নি। এই ধর্মঘটের ডাক দেন রাজ্যের বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এবং বিড়ি পাতা ও তামাকের ব্যবসায়ীরা। সোমবার অরঙ্গাবাদে বিড়ি শ্রমিকদের একটি মিছিলে ঢিল পড়া নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিলেও অবস্থা এখন আয়ত্তের মধ্যে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন থেকে হুমকী দেওয়া হয়েছে—রাজ্য সরকার মজুরীর হার না কমালে জঙ্গিপুরের সমস্ত বিড়ি কারখানায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা হবে। সেই সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ ও অরঙ্গাবাদ থেকে সমস্ত কারখানা গুটিয়ে নেওয়া হবে। মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্র জানান, বিড়ি শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ও শ্রম বিভাগ এবং রাজ্য সরকার বহুমুখী আইন-কানুনের বেড়াজাল সৃষ্টি করায় বিড়ি শিল্প মার খাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত ৫ বছরে আবগারী শুল্কের হার প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি করেছেন। বেড়েছে তামাক, পাতা, সুতা, কাগজ প্রভৃতির দাম। ফলে দিন দিন বিড়ির দাম বেড়ে চলেছে। উৎপাদনও কমছে। এর উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এক নির্দেশে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিড়ি তৈরীর মজুরীর

(২য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

নিষ্ক্রিয়তায় বহু সাংবাদিক সংঘ ছাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার ফলে গত কয়েক বছরে মুরশিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের বহু সদস্য সংঘ ছেড়েছেন। অনেককে আবার কিছু না জানিয়েই তার সদস্য পদ বাতিল করা হয়েছে। আকাশবাণী, আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং বসুমতী পত্রিকার বহু সাংবাদিকও এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত নেই। এরা কেউ রবিবার রঘুনাথগঞ্জে সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকাত-পুলিশ সংঘর্ষে লুঠেরা খতম

বিশেষ সংবাদদাতা : একদল ডাকাত ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে শুক্রবার রাত্রে সোহরাব সেখ নামে এক লুঠেরা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন অরবিন্দ নস্কর নামে এক দারোগা। এই সংঘর্ষে পুলিশ ১২ রাউণ্ড গুলি চালায়। ঘটনাটি ঘটে ৩৪নং জাতীয় সড়কের সুতি থানা এলাকার মানিকপুরের কাছে। খবরে প্রকাশ, শুক্রবার মধ্যরাত্রে একদল ডাকাত পাথর ফেলে সড়ক অবরোধ করে ডাকাতি করার চেষ্টা করলে সুতি থানার পুলিশ তাদের বাধা দেয়। ফলে ডাকাত ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। রাত ১টা নাগাদ খবর পেয়ে এস ডি পি ও সত্যরঞ্জন দাস ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত ব্যাপক তল্লাসী চালিয়ে ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, সাঁকোপাড়ার কাছে সম্প্রতি জনতা এক্সপ্রেসে ডাকাতির ঘটনায় ঐ এলাকা থেকে ৮ জন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐ এলাকা থেকেই রেলের চোরাই ব্যাটারী সমেত আরও ৩ জনকে ধরা হয়েছে। আর একটি ঘটনায় মহকুমা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিকে বৃত্তি ২৫

নিজস্ব সংবাদদাতা : '৮১ বর্ষে প্রাথমিক পরীক্ষায় মুরশিদাবাদ জেলায় ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে। মহকুমা-ওয়ারি এই হিসেব বহরমপুরে ৭, লালবাগে ৫, কান্দীতে ৭ এবং জঙ্গিপুরে ৬ জন। বৃত্তি প্রাপকদের মধ্যে ১৫ জন বালক এবং ১০ জন বালিকা রয়েছে। জঙ্গিপুরের ৬ জনের মধ্যে রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ চক্রের ৪ জন এবং এই পুরসভার ২ জন। যারা বৃত্তি পেয়েছে তারা হল—সুমিতকিশোর দাস ও অজিনাভ রায় (রঘুনাথগঞ্জ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়), অমিতাভ বাইন্ধা (মির্জাপুর প্রাথমিক), চন্দন দাস (গোপালনগর প্রাথমিক), মৌসুমী রায় (রাজানগর প্রাথমিক) এবং হাসিনাতুল ফৈরদৌসি (মঙ্গলজন প্রাথমিক)।

কমরেডের কীর্তি !

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সি পি এমের ধুলিয়ান লোকাল কমিটির এক কমরেড তরুণ সেনের বিরুদ্ধে রাজ্য কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাসগুপ্তের কাছে গুরুতর অভিযোগ পাঠানো হচ্ছে। দীর্ঘদিন আগে মৃত পার্টি কর্মী 'মন্মথ সরকার স্মরণ সংখ্যা' প্রকাশ করার নামে অরঙ্গাবাদ, ফরাক্কা ও ধুলিয়ান এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শ্রী সেন ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেন বছর খানেক আগে। অভিযোগ, এ পর্যন্ত ঐ স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। প্রায় শো দুই ব্যবসায়ীর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে খাদ্যের দাবীতে বিডিও ঘেরাও, ভূয়া নামে ত্রাণ বণ্টনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'কাজ দাও খাদ্য দাও' শ্লোগান তুলে সহস্রাধিক বুভুক্ষু মানুষ ২৩ আগষ্ট সাগরদীঘি ব্লক অফিস ঘেরাও করেন। এই মানুষদের নেতৃত্ব দেন ইন্দিরা কংগ্রেসীরা। বিডিও কিছু পরিবারের নামে সাহায্যের টোকেন কেটে দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। এদিকে খরাজনিত পরিস্থিতির জন্য সাগরদীঘিতে খাদ্যের হাহাকার দেখা দিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির কাছে কিছু ত্রাণ সাহায্য এসেছে। অভিযোগ, এই সাহায্য বণ্টনে অব্যবস্থা ও দলবাজী করা হচ্ছে। এই সাহায্য গ্রামগুলিতে না পাঠিয়ে সরাসরি সাগরদীঘি থেকে বিলি করা হচ্ছে। মনিগ্রামে শুধুমাত্র সি পি এম সমর্থকদের মধ্যেই এই সাহায্য বণ্টন করা হচ্ছে। অভিযোগ, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কারণে বহু গরীব মানুষকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ত্রাণ সাহায্য বণ্টন তালিকায় অনেক ভূয়া নাম

(শেষ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

বন্যার জরুরী বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গার জল বিপদসীমার প্রায় ১ মিটার উপর দিয়ে বয়ে চলায় জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্যাশংকা দেখা দিয়েছে। মহকুমার ৫টি ব্লককে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ঐ পাঁচটি ব্লক হ'ল ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি ১ ও ২ এবং রঘুনাথগঞ্জ—২। রঘুনাথগঞ্জ—২ ব্লকের ৫টি

(২য় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

নৌকোডুবিতে মৃত্যু ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গায় যাত্রীবোঝাই নৌকো ডুবে গেলে দু'জন শিশুসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ আগষ্ট। প্রায় ৫০ জন যাত্রী নিয়ে নৌকোটি পারলালপুর চড় থেকে ধুলিয়ান ঘাটে আসছিল। হঠাৎ নৌকোটি উল্টে গেলে সমস্ত যাত্রী জলে পড়ে যান। তিনজনছাড়া প্রায় সব ডুবন্ত যাত্রীকেই উদ্ধার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ডুবে যাওয়া নৌকোটির খোঁজ মেলেনি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

পুর উন্নয়ন স্থগিত

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে, আর্থিক সংকটের জন্য জঙ্গিপুর পুর উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প বর্তমানে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তি হইতেছে নবগঠিত পুরসভার পুরপতির সাংবাদিক বৈঠকের বিবৃতি।

জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকায় বহু কাজ করিবার আছে। রাস্তা সংস্কার ত নূতন প্রকল্প নয়, কিন্তু সংস্কারের অপেক্ষা রাখে। প্রতি বৎসরই রাস্তায় প্রচুর খানাখন্দের সৃষ্টি হইতেছে। গাড়ী চালান বিষম দায়। স্থানে স্থানে পটিমারা কাজ চলে। ঠিকাদারদের কাজে ঐতিহ্যমূলক স্বেচ্ছা গাফিলতিতে অল্প দিনের মধ্যেই রাস্তার 'বদখদ' চেহারা প্রকাশ পায়। আর নূতন প্রকল্প হিসাবে বহু কাজ করিবার আছে। নানা জায়গায় নর্দমা নির্মাণ, পথ বৈদ্যুতিকীকরণ ইত্যাদি এবং বহুশ্রুত জল সরবরাহ কাজগুলি করিতে হইবে। পুরসভা যেমন করদাতাদের নিকট হইতে কর লইবেন, তেমনি পুর জীবনযাত্রার নানা স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবেন—ইহাই অভিপ্রেত। সেইজন্যই পুর উন্নয়ন প্রকল্প।

পুরপতি আহূত সাংবাদিক বৈঠকের যাহা সারমর্ম, তাহাতে জানা যায় যে, বিগত পুর বোর্ড উন্নয়ন খাতে যে সরকারী অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহা নির্দিষ্ট খাতে খরচ না করিয়া কিছু অংশ যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যয় করা হয় নাই। পুরপতি জানাইয়াছেন যে, সরকার মনোনীত পুর বোর্ডের কর্মকালে (যাহার পুরপতি তিনিই ছিলেন) ৬৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সরকার হইতে ৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। বিগত এক বৎসরে অর্ধেক প্রকল্পের কাজও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং তাহাতে ১'২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইলেও বহু ঠিকাদার তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ পান নাই। প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ যাহাতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা বর্তমানে না করিলেও চলিত—ইহাই বর্তমান পুরপতির মন্তব্য। বর্তমান পুরপতি ক্ষমতাসীন হইয়া পুরসভার কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজ্য সরকারের কাছে কী পাওয়া যাইবে বা আদৌ পাওয়া যাইবে কিনা, তাহা এখনই জানা যাইতেছে না, পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজগুলি আপাতত স্থগিত না রাখিয়া উপায় নাই।

প্রকাশিত সংবাদের আলোকে প্রত্যেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোন কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ সেই কাজেই ব্যয়িত হওয়া দরকার। তাহা না করিয়া যুক্তিহীনভাবে খরচ করিলে মূল কাজও যেমন হইবে না, তেমনি হইবে না পুরসভার সুশৃঙ্খল পরিচালনা। আর্থিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস অত্যন্ত দুঃখজনক। বর্তমান পুরপতি সাংবাদিক বৈঠকে যে তথ্য জানাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে প্রাক্তন কর্মকর্তার বিবৃতি জনসাধারণ নিশ্চয়ই কামনা করেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রসঙ্গ : জঙ্গিপুর কলেজ

আপনার পত্রিকায় জঙ্গিপুর কলেজে অচলাবস্থা নিয়ে যে সব খবর বেরুচ্ছে তা সব ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। বায়ো সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে জানাতে চাই যে আমাদের বিভাগে অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকির কোন ঘটনা ঘটেনি। ঐ বিভাগের কোন ছাত্র কখনও অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখাননি। প্রকাশিত খবরে যে বিক্ষোভের কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়। —বিপ্লব হাজরা, ছাত্র, জঙ্গিপুর কলেজ।

বহরমপুরে বইমেলা

৩ থেকে ১০ অক্টোবর বহরমপুরে 'মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা : ১৯৮২' অনুষ্ঠিত হবে। আটদিন ধরে এই বইমেলা চলবে। আশা করা হচ্ছে, গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা এতে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে তুলে ধরা ছাড়াও, এ জেলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া, এই উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হচ্ছে। এই প্রদর্শনীতে অতীত ও বর্তমানে এ জেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, এ জেলার লেখক-লেখিকা বা প্রকাশনা সংস্থার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং এ জেলার উপরে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ স্থান পাবে বলে কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

পঞ্চায়েতের প্রকল্প রেজিষ্টার,
এ্যালটমেণ্ট স্লিপ, মাষ্টার রোল,
ক্ষেত-মজুর রেজিষ্টার ও যাবতীয়
খাতাপত্র পাওয়া যায়।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

দেখ্ ছবি দেখ্ শুন কহানী—

এক মুসাফির

বাল্‌বাচ্চে সব আ যা ইধার
মেশিনমে আঁখ রাখ্‌কে।
নয়া নয়া দেশ আ কে দেখলে
ঘরযা কহানী শুন্‌কে॥
দেখ্ ইয়ে হ্যায় পুরীকা মন্দির
যিস্‌মে রহে জগন্নাথ।
পুরাণা দেওতা হিন্দুকা উহি—
যিস্‌কা ঠুঁটা হাত॥
দেখ্ বাচ্চে, ইয়ে পাটনা শহর
হোতা যাঁহা বহুৎ গোল।
পাটনাকা জগন্নাথনে ভেল্কি লাগায়ে
উসিলিয়ে গোলমাল॥
হরিজন মারডালা চিল্লাতে কাগজ
(আরে) মরণে দেও ছোটলোগ
বাবুলোগ সব দিলখুশ রহে
খাতা হ্যায় মোহনভোগ॥
কয়েদী লোঁগোকা আঁখ উখার লিয়া
কাগজ মাত গিয়া উসলিয়ে।
বুরবক্ ব্যারিষ্টারনে সুপরিম কোর্টমে
এক আজব মামলা পেশ কিয়ে॥
ডাকু লোঁগোকা আঁখ গিয়া তো
আচ্ছি হুয়া বোলে জগন্নাথ।
বেয়াদব কাগজীলোগ পাগল হোকে
চিল্লাতে রহে এক সাথ॥
পুরীকা জগন্নাথ ঠুঁটা হোতা
পাটনা কা হ্যায় দো হাত।
হাত সে দেবিকা টেংরি পাকড়কে
উয়ে লড়তা সবকা সাথ॥
কাগজী লোঁগোনে হ্যায় হারামী
মান্‌তা নেহি জগন্নাথনে।
উসি লিয়ে নয়া কানুন বনায়া
শিক্‌লিসে সব কোই বাঁধনে॥
বালবাচ্চা সব করলে প্রণাম
ইয়ে বিহারী জগন্নাথনে।
মেশিন্ ছোড় কর জলদি চলা যা
ঘর যা আপনে আপনে॥

ধর্মঘটের হুমকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হার দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি করেছেন। মুখপাত্রের মতে, এই মজুরী বৃদ্ধি বাস্তবসম্মত নয়। এই হার কার্য্যকরী করা হলে বিড়ি শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এ রাজ্যে প্রস্তুত বিড়ির প্রায় ৯০ শতাংশ বিক্রী হয় আসামে। মজুরী বৃদ্ধির ফলে অধিক পড়তায় এই বিড়ি আসাম মার্কেটে অন্য রাজ্যে প্রস্তুত বিড়ির সাথে প্রতিযোগিতায় মার খাবে। এমন কি বিক্রীও বন্ধ হবে। ফলে রাজ্যের বিশেষ করে অরঙ্গাবাদ এলাকার সমস্ত কারখানা অচল হয়ে পড়বে। ধাক্কা সামলাতে হবে কয়েক লক্ষ শ্রমিককে। মার্চ্চেণ্টস্ এ্যাশোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, '৭৬ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক কল্যাণ ভাণ্ডারে কিলো প্রতি তামাকের উপর ২৫ পয়সা করে সেস্ আদায় করেছেন। এখন এই খাতে সেস্ আদায় করা হচ্ছে ১০পয়সা করে। অভিযোগ, আদায়ীকৃত লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রমিক কল্যাণের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি।

ইউকো ব্যাঙ্কের সাফল্য

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত বছর এই ব্যাংক অগ্রাধিকার সেকটরে ৩৮'৭৫ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে। আগের বছর এই হার ছিল ৩৩'৬ শতাংশ। দুর্বল শিল্পক্ষেত্রে ইউকো ব্যাংক সরকার নির্ধারিত ১২'৫ শতাংশ'র জায়গায় ৮০ সালে ১১'৭ শতাংশ লগ্নী করেছে। ব্যাংক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে কৃষি ক্ষেত্রের বিনিয়োগে। তারা সরকার নির্ধারিত ৪০ শতাংশ হার অতিক্রম করে। ৮০ সালে ৪১'৭ এবং ৮১ সালে ৪১'১২ শতাংশ বিনিয়োগ করতে সমর্থ হয়েছে। এক হিসাবে বলা হয়েছে গত বছর এই ব্যাংক ২'৪১ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। গত বছর ব্যবসার প্রসার বাড়াতে অতিরিক্ত ১০৮টি শাখা খোলায় সারা ভারতে এদের শাখার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৭৫-এ।

বন্যার জরুরী বার্তা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু গ্রামে গঙ্গার জল প্রবেশ করেছে বলে ব্লকের বি ডি ও কলকাতায় জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তায় অবিলম্বে ত্রাণ সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদে গঙ্গার তীরবর্ত্তী ১০০ গজের মধ্যে সমস্ত পরিবারকে সরে যেতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারী কর্মীদের বলা হয়েছে সর্ব্বক্ষণ হেড কোয়াটার্সে থাকতে। স্কুল ও কলেজগুলিতে বন্যার্ত্তদের রাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ দিকে ভাঙ্গন ও বন্যা পরিস্থিতি সরজমিনে দেখতে সেচমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্য জঙ্গিপুরে আসেন। সোমবার সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে নিয়ে সেচমন্ত্রী লঞ্চযোগে ফরাক্কা থেকে মেরুপুর পর্য্যন্ত ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। সুতির এম এল এ শিশ মহম্মদও মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। সেচমন্ত্রী ভাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে সরকারী অফিসার ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গেও আলোচনা করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ আমাদের মহকুমা

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী মনোভাবসম্পন্ন যাঁরা ছিলেন তাঁরা নানা জায়গায় ব্যায়াম সমিতি, পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরকে সংগঠিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। সেদিন এই প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন প্রদ্যোতকুমার সাধু।

গান্ধীজীর অনুগামী দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন খাদি ও চরকা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে। সুধীর ঘোষাল ও হরিরঞ্জন কৈলঠ্যা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

এদিকে পৃথিবীব্যাপী ঘনায়মান সঙ্কট। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসছে। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক এই সঙ্কটে বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে সর্বাত্মক চরম আঘাত হেনে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে চাইলেন। আমাদের দেশের ধনিকশ্রেণীচালিত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রমাদ গণল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন।

ফলে কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে গেল। সমস্ত বামপন্থী কর্মী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হলেন। জঙ্গিপুরেও প্রদ্যোত সাধু, মৃণাল দেবী, গঙ্গাধর সিংহ রায়, সাকেত ব্রহ্ম, সর্বময় দেব সরকার প্রমুখের নেতৃত্বে থারিজ বি-পি-সি-সির মহকুমা কমিটি গঠিত হ'ল।

দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের একত্রে কাজ করার মত আর কোন সুযোগ ছিল না। দক্ষিণপন্থীরা ব্যাপক গণ-সংগ্রাম প্রস্তুতির পথ থেকে সযত্নে নিজেদের সরিয়ে রাখলেন। ঘানি, তাঁত, খাদি ও চরকা নিয়ে তাঁরা মশগুল রইলেন। গান্ধীজী নির্দেশিত একক সত্যাগ্রহ করলেন বিজয় ঘোষাল ও দুর্গাশঙ্কর শুকুল। সরকার এই সত্যাগ্রহকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে গেল। সত্যাগ্রহী বিজয় ঘোষালকে গ্রেপ্তার করা হ'ল না।

দেশের ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে বাইরের সংগঠিত সশস্ত্র আক্রমণকে যুক্ত করার জন্য ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র আত্মগোপন করে ভারতবর্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। বামপন্থীরা বুঝে নিয়েছেন যে ঝড় আসছে। এবং ১৯৪২ সালে সেই ঝড় এসে পড়ল।

শুরু হ'ল ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা প্রথম মুখেই সকলে 'ভারতরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার হয়ে যান। আন্দোলনের কোন কর্মসূচী তাঁরা রেখে যাননি। ফলে বামপন্থী কর্মীরা এবং দেশের সংগ্রামী সাধারণ মানুষ তাঁদের স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার বিবেচনা করে লড়াইয়ের নিজস্ব পরিকল্পনা স্থির করেন।

বহরমপুর থেকে সাইক্লোষ্টাইল করা আন্দোলনের রূপরেখাসমন্বিত বুলেটিন নিয়ে এসে রঘুনাথগঞ্জের এক গোপন কর্মী সমাবেশে পেশ করেন আর-এস্-পি কর্মী ও কৃষ্ণনাথ কলেজের তৎকালীন ছাত্র রঘুনাথগঞ্জের পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়। সভায় আলোচনার পর জঙ্গিপুরের আন্দোলনের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

ভারতরক্ষা আইনে সভা, সমাবেশ, মিছিল সব কিছু তখন নিষিদ্ধ। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুধীর মুখার্জী, রামকুমার সেন, বরুণ রায়, শচীন সেন ও শিবানী সেনের নেতৃত্বে জঙ্গিপুর কোর্টে পিকেটিং শুরু হ'ল। পিকেটিং চালান হ'ল জঙ্গিপুর হাই স্কুলেও।

আন্দোলনের প্রথম দিকেই বিজয়কুমার ঘোষাল, প্রদ্যোতকুমার সাধু, সুধীর মুখার্জী এবং রামকুমার সেন ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে আটক হন। বহরমপুর জেলে পাঠানোর জন্য হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে তাঁদেরকে হাঁটিয়ে জঙ্গিপুর ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। শাসক ইংরাজদের ধিক্কার জানিয়ে এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করে আন্দোলনকারীদের এক বিরাট শোভাযাত্রা জঙ্গিপুর ষ্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের সেদিন বিদায় অভিনন্দন জানায়।

পরবর্ত্তী পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে বরুণ রায়, শচীন সেন ও দীপেন মজুমদারের উপর। জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিদিনই মিছিল শহর পরিক্রমা করতে থাকে। ওদিকে গ্রামাঞ্চলেও কয়েকটি সভা হয়। দীপেন মজুমদারকে সাইক্লোষ্টাইল করা গোপন বুলেটিনসহ পাঠানো হয় মির্জাপুরে। ফিরে আসার সময় জঙ্গিপুর ষ্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হন। সেকেন্দ্রা ও তেঘরি গ্রামের দুটি বড় সভায় বরুণ রায় স্থানীয় কর্মীদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

আন্দোলন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে দেখে ইংরাজ শাসকরা এবার ডাণ্ডা মেরে আন্দোলনকারীদের ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনা নেন। জঙ্গিপুরে সশস্ত্র পাঠান পুলিশ আমদানী করা হয়।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্ষুদ্রশিল্পে মন দিন
ইউকোব্যাঙ্ক দিচ্ছে ঋণ

কে না জানেন, ছোটোখাটো শিল্প গড়ে তুলতে, অল্প হলেও টাকার দরকার। কিন্তু এটা কোন সমস্যাই নয়। যদি কারিগরি অভিজ্ঞতা আর উপযুক্ত পরিকল্পনা থাকে, তবে এখনই আপনি ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার জন্যে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ইউকোব্যাঙ্ক থেকেই করা হবে। ইউকোব্যাঙ্কে কারখানা তৈরির জন্যে জমি কেনা; পাকাবাড়ি ও কারখানা নির্মাণ বা কেনা; কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম কেনা ও চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর জন্যে ঋণ পরিকল্পনা আছে। আপনার কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং পরিকল্পনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের শাখায় যোগাযোগ করুন। সেখান থেকেই জানতে পারবেন, কীভাবে ব্যাঙ্ক আপনার সাহায্যে আসতে পারে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-102/81 BEN

কেন এই বিরোধ, কে দায়ী, কতটা দায়ী (৪)

বিমান হাজরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খবরটা হাওয়ার চেয়েও দ্রুত কালেকটরীতে এসে যখন পৌছোল তখনও সাড়ে তিনটে বাজেনি। অফিসময় এ খবরে সারগোল উঠল। কালেকটরীর কর্মচারীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

ডি এম অফিসে ছিলেন না। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা দল বেঁধে গেলেন তাঁর বাংলোয়। মিছিল আকারে শুরু হোল শ্লোগান, চীৎকার। চঞ্চল কালেকটরী প্রায় নিমেষের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল।

বাংলোয় পৌছতেই কর্মচারীদের মাথায় আকাশ পড়ল। দেখা গেল ডজন কয়েক হেলমেট পরিহিত রাইফেলধারী সশস্ত্র পুলিশ। ঠিক যেন রণসজ্জার সাজে দণ্ডায়মান। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা স্লিপ দিলেন ডি এমকে দেখা করার আর্জি জানিয়ে। ব্যস্ত ডি এম ফিরিয়ে দিলেন সে স্লিপ আর্দালীর হাত দিয়ে।

অবস্থা চরমে উঠল। শ্লোগানের মাত্রা বাড়ল। 'ডি এমের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও'। পুলিশও পজিসন নিল। অবস্থা বুঝে অবশেষে ডি এম কথা বলতে রাজী হোলেন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে।

ক্ষুব্ধ নেতারা সরাসরি জানতে চাইলেন নির্মল বাগচীর সাসপেনসন সম্পর্কে। চেয়ারের উপর শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে ডি এম সাহেবা তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন শান্তভাবে—'রিলিফ ডিরেকটর নির্মলবাবুর এ্যাপোয়েনটিং অথোরিটি। তিনিই তাকে সাসপেণ্ড করেছেন। তাই এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।

'আপনি এ ডি এমকে দিয়ে ঘটনার তদন্ত করিয়েছেন। কাজেই এই সাস্‌পেনসান আদেশ দেওয়ার পেছনে আপনার নোট কাজ করেছে। আপনাকে ফের নোট পাঠাতে হবে নির্মল বাগচীর সাসপেনসন্ উইথড্র'র জন্য'। কর্মচারীরা চাপ দিলেন ডি এম কস্তুরী দেবীকে।

'এ অসম্ভব!' বেশ কিছুক্ষণ হট টকিং-এর পর অসম্ভব সম্ভব হোল। ডি এম ডিরেকটরের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখলেন শ্রীবাগচীর সাসপেনসন্ তুলে নেওয়ার জন্য। উপস্থিত প্রতিনিধিদের সে চিঠি পড়েও শুনিয়ে দেওয়া হোল। বিজয়ীর গর্বে বেরিয়ে এলেন কর্মচারী নেতারা। শ্লোগান তবু থমল না।

সাস্‌পেনসান প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হোল ডি এমকে। ২৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টা। ২৫ ডিসেম্বরের কাকভোরে ডি এমের চিঠি বয়ে নিয়ে গেলেন কলকাতায় এক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কর্মচারীদের বেঁধে দেওয়া সময় পার হয়ে যেতেই ডি এম স্বয়ং তড়িঘড়ি করে ছুটলেন কলকাতায়।

বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা কালেকটরীর চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। এক তরফা হল ফাটানো শ্লোগানযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ডি এম এবং ও এসের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঁসিয়ারীতে। মধ্যে রবিবার বাদ দিয়ে ২৭ ও ২৯ ডিসেম্বর কালেকটরীর প্রায় ছ'শো কর্মী কর্মে বিরতি দিলেন। ও দিকে কলকাতায় তখন এই ফাইল নিয়ে শুরু হয়ে গেছে ঘোঁট পাকানো। পুরো দস্তুরভাবে কলকাঠি নাড়ছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশনের কর্তারা জেলার ভাইদের মন রাখতে।

রিলিফ ইনস্‌পেক্টর এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যস্তরের কয়েকজন যোগাযোগ করলেন মহাকরণে ডিরেকটরের সঙ্গ। তার কথায় ফুটে উঠল অসহায় ভাব। 'নির্মল বাগচীর ব্যাপারটা আর আমার হাতে নেই। উপরের ব্যাপার। তাই উপরের সঙ্গেই কথা বলুন।'

ডিরেকটরের উপরওয়ালা স্বয়ং মন্ত্রী রাধিকা ব্যানারজি। ফাইল তখন পৌঁছে গেছে তাঁর টেবিলে। সেখানে ধর্ণা দিলেন ইনস্‌পেকটর এ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা। রাধিকাবাবুর কাছে নির্মল বাগচীর নামটা যেন অতি পরিচিত মনে হোল। ভুরু কুঁচকে ফাইলটা হাতে নিয়ে খুললেন। স্মৃতিতে ভেসে উঠল অতীতের ঘটনাগুলো একে একে।

এক বছরও পেরোয়নি বোধ হয়। মুরশিদাবাদের যৌথ কমিটির নেতৃত্ব পদে থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন নির্মল বাগচী। জেলার কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন ওকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে। তা না হলে সংগঠন মার খাচ্ছে। মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জী তলব পাঠালেন ডিরেকটরকে। ডিরেকটর নির্মল বাগচীর ফাইলটা মন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছে দিলেন যথারীতি।

নির্মলবাবু তার বদলীর আদেশ পেলেন দু'দিনের মধ্যেই। 'বীরভূমের এক ব্লক অফিসে বদলী'। অর্ডার হাতে নিয়ে বাগচী ছুটে গেলেন কলকাতায় মন্ত্রীর কাছে। ধরলেন তাকে। এই বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের জন্য। মুরশিদাবাদের কোন ব্লকে বদলী হলে তার আপত্তি নেই রাধিকাবাবুকে নির্মলবাবু এ কথাটাও জানিয়ে দিলেন। মন্ত্রী কোনো আর্জি শুনতে চাইলেন না। বাগচী এবার বোধ হয় একটু কঠোর শব্দই উচ্চারণ করে বসলেন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে— এক মাসের মধ্য এ আদেশ আপনাকেই বাতিল করতে হবে।' মন্ত্রী মহোদয় ডান হাতের তালু দিয়ে টেবিলে গুটিকয় টোকা মারলেন। মুখে মৃদু হাসির ছোঁয়া। ফিরে এসেই নির্মল বাগচী নতুন স্থানে কাজে যোগ দিয়েই শুরু করলেন 'আমরণ অনশন'। দাবী জানালেন অন্য পথ ধরে। খুঁজে হাতড়ে পেয়ে গেলেন বামফ্রন্ট সরকারেরই এক সারকুলার। তাতে স্পষ্ট করে লেখা—জেলা সম্পাদকের দায়িত্বে থাকাকালীন সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের কোনো নেতাকে অন্যত্র বদলী করা যাবে না। নির্মল বাগচী যৌথ কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন। তাই ফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী তার বদলী হতে পারে না। ফ্রন্টের দুই শরিক সমর্থন দিলেন এ ব্যাপারে। বেগতিক দেখে রাধিকাবাবু ফিরিয়ে নিলেন নির্মলের বদলীর আদেশ টেলিগ্রাফে। মুখ পুড়ল মন্ত্রীর। এ জ্বালা বুক বড় বাজে। জ্বালা জুড়োনোর এই বুঝি মওকা।

আকার ইঙ্গিতে সে কথা বুঝতে বাকী রইল না 'ইনস্‌পেকটর এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিনিধিদের। তবু মন্ত্রীর অনুরোধে তাদেরই দু'জন প্রতিনিধিকে পাঠালেন মুরশিদাবাদে অবস্থা সরজমিন দেখতে। তারা এসে দেখলেন বেশীর ভাগ কর্মচারীই নির্মলবাবুর স্বপক্ষে। কালেকটরী পুরোপুরি অচল। হাওয়া ছড়িয়েছে অন্য তিনটি মহকুমা অফিসেও। সর্বত্রই চলেছে কর্মী বিক্ষোভ। কালেকটরীর অফিসে ডি এম আসতে পারছেন না।

প্রতিনিধি দু'জন কথা বললেন কালেকটরীর বিক্ষুব্ধ নেতাদের সঙ্গে। দেখা গেল শুধুমাত্র যৌথ কমিটির সদস্যরাই নয়, কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটা বড় অংশ এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। কো-অর্ডিনেশন ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে পড়েছে। একদিকে সুখেন্দুবিকাশ ধরেরা। অন্যদিকে হিমাংশু মুখারজি, অসীম চক্রবর্তী, অজিত রায়েরা। এরাই বিক্ষোভের সমর্থক।

'সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে'—এই কথা ভেবে কলকাতা থেকে আগন্তুক প্রতিনিধিরা বিক্ষুব্ধদের অনুরোধ রাখলেন—টিফিন ঘণ্টা ও ছুটির শেষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। শুধু বহরমপুর কালেকটরীতেই নয় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল জেলার প্রায় সব সরকারী কর্মক্ষেত্রেই।

ঠিক এই অবস্থায় ডি এম কস্তুরী গুপ্তার বেতন কাটার নির্দেশ আন্দোলনকারী কর্মচারীদের মনের বিক্ষোভকে আরো বাড়িয়ে দিল। ডি এম 'বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী সব কর্মীর ২৬, ২৭, ২৯ ডিসেম্বরের বেতন কেটে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। সেই মত কান্দীর এস ডি ও পে বিলে সারটিফিকেট দেওয়ার পরও তড়িঘড়ি করে ডি সি আর (ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট) দিয়ে 'বিক্ষোভ প্রদর্শনের' কারণ দেখিয়ে ২৭ ডিসেম্বরের মাইনা কেটে নিলেন তার অফিসের কর্মচারীদের।

রুল—৩ বিতে ডি এম কর্মচারীদের কাজ করা সংক্রান্ত একটা ডিক্লারেশন চাইলেন। এই চাহিদা বি এস আর বহির্ভূত মনে করে কোন কর্মচারীই তাতে সাড়া দিলেন না। এমন কি বেতন কাটার নির্দ্দেশটাও পালন করতে রাজী হোলেন না কোন হেড ক্লারক বা কর্মচারী। বাধ্য হয়ে আসরে নামলেন অফিসাররা। ঢালাওভাবে আন্দোলনকারী কর্মচারীদের বেতন কেটে নিলেন তারা। প্রতিবাদ জানাতে ২ জানুয়ারী বেতন বয়কট করলেন বহু সরকারী কর্মী। কো-অর্ডিনেশনের সুখেন্দু গোষ্ঠীরা চেষ্টা চালিয়েও এ ব্যাপারে খুব সফল হতে পারলেন না।

পরদিন তাই তারা রেজিষ্ট্রী অফিসের সামনে একটা জমায়েত ডাকলেন। দিনটা শনিবার। ঐ একই সময়ে কালেকটরীর আন্দোলনকারীরাও একটি মিছিল নিয়ে গোরাবাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন। সুখেন্দুবাবুরা তাদের জমায়েতে কর্মচারী বিক্ষোভের পেছনে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কংগ্রেস (ই) চক্রের চক্রান্ত খুঁজে দেখালেন। বিক্ষোভকারীদের মিছিলটা স্কোয়ার ফিল্ডে ঘুরে এসেই শেষ হয়ে গেল। তখন বিকেল চারটে চল্লিশ।

রবিবারের প্রস্তুতিতে সোমবার পাচটায় 'নির্মল বাগচীর সাসপেনশান'—এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে প্রায় দেড় হাজার কর্মচারীর আর একটা জমায়েত অনুষ্ঠিত হোল কালেকটরীর গেটে। প্রায় একশো পুলিশ অবস্থা বুঝতে হাজির রইল কালেকটরীকে ঘিরে। হাতে তাদের রাইফেল, লাঠি, কাঁদানো গ্যাসের সেল। মাথায় হেলমেট।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা সংগ্রাম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১১ই সেপটেম্বর রঘুনাথগঞ্জের ফাঁসিতলায় অহিংস শোভাযাত্রীদের উপর সশস্ত্র পাঠান পুলিশ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জঙ্গিপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সবচেয়ে হিংস্র ও বর্বর লাঠি চালনা করা হ'ল। কারও হাত ভাঙল, কারও মাথা ফাটল। লাঠিধারীদের হাত থেকে নিরীহ পথচারী বৃদ্ধ শিক্ষকও সেদিন রেহাই পাননি। আহত কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। তারপর বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়ে বরুণ রায়, শচীন সেন, দীপেন মজুমদার, ব্যোমভোলা সেন, কালীপদ ত্রিবেদী, মদন দাস, কৃষ্ণানন্দ সরকার, শঙ্কর রায় ও ধরণী ঘোষকে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

৪২-এর আন্দোলনে এর পর জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি এবং জঙ্গিপুর ষ্টেশনে অগ্নি সংযোগের দু' একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু আর ঘটেনি।

সারা জেলার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ছেঁকে তুলে সে সময় বহরমপুর জেলে আটক করা হয়। ইংরাজ আমলে জেলখানাগুলি 'রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের' কাজ করেছে। বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের যে নিয়মিত পাঠচক্র ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা ছিল তাতে বিচার-বিতর্কের মধ্য দিয়ে উত্তরকালের অনেক কর্মীর আদর্শগত বনিয়াদ গড়ে ওঠে। আমাদের জঙ্গিপুরের কিছু বাছাই কর্মী ও এই আলোচনার ভিত্তিতে তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তোলেন। (চলবে)

কতটা দায়ী (৪)

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

জমায়েতের সিদ্ধান্তমত ৬ জানুয়ারী আন্দোলনকারীরা গণছুটি নিয়ে কালেকটরীতে অবস্থান করলেন ছ'ঘন্টা। ওদিকে ৭ জানুয়ারী অমল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কালেকটরীর অলক মৈত্র এবং পুরেন হাজরা মহাকরণে ত্রাণমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। ত্রাণমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন অলকবাবুদের। বললেন—'ডেপুটি ডিরেকটরকে বহরমপুর পাঠানো হয়েছে ঘটনার তদন্তে। তিনি ফিরে এলে যা করার করা যাবে।'

সেদিনই ট্রাংকলে পুরেনবাবু ত্রাণমন্ত্রীর কথা রিলে করলেন বহরমপুরে।

পরদিন সকালে সার্কিট হাউসে ডেপুটি ডিরেকটরকে পেয়ে কথা বললেন কালেকটরীর দুই নেতা। ডেপুটি সব শুনে তাজ্জব। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দুই নেতাকে জানিয়ে দিলেন—'তাঁর বহরমপুরে আসার সঙ্গে নির্মল বাগচীর ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। মন্ত্রী কি বলেছেন সে সম্পর্কেও কিছু বলা সম্ভব নয়।' (চলবে)

ফোন নং : ২৬২

চৌধুরী ভাই

৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর

॥ চার্চের মোড় ॥

গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।

চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস

উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ

প্রোঃ মদনমোহন দাস

এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

- সে একদিন ছিল, যখন বৃষ্টি নামত কি না নামত ঘর ভেসে একাকার হ'ত। ভাঙা ঘর ফুটো ছাত, গরমেও রেহাই দিত না, শীতেও বিধিয়ে মারত।
- কিন্তু আজ একটা পাকা ঘর হয়েছে। ছোট ক্ষেত আছে। দিন স্বস্তিতে কাটছে। হয়তো আরও সুদিন আসবে এমন আশাও আজ মনে জাগে।
- উনিশ শ' আশীর মার্চ মাসের মধ্যে ৭৭ লক্ষ পরিবার ঘরবাড়ী বানাবার জমি পেয়েছিল আর তার মধ্যে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার নিজস্ব জমিতে ঘর তুলেছে। এক কোটি 40 লক্ষ পরিবারকে বাড়ী তৈরী করার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে।
- তের লক্ষ ভূমিহীনকে চাষবাসের জমিও দেওয়া হয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন ঃ

এস কে ঘোষ
অ্যাসিসটেণ্ট পোডাকশান ম্যানেজার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেণ্টার
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম ________________

ঠিকানা ________________

________ পিন ________

এই হ'ল দারিদ্র্য দূর করার কার্যকর পন্থা

নতুন 20 সূত্রী কার্যক্রম

davp. 82/190

কমরেডের কীর্তি !

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছে এই ভাবে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার টাকা। তরুণবাবু ধুলিয়ান পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডের একজন কমিশনার। এই ঘটনা সম্পর্কে ধুলিয়ানের সি পি এম নেতারা কেও মুখ খুলতে চাইছেন না। তাই বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা গোপনে প্রমোদবাবুর স্মরণাপন্ন হচ্ছেন। অভিযোগকারীরা তাঁদের নাম প্রকাশ করতে রাজী হননি।

সংঘর্ষে লুঠেরা খতম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

• পুলিশ অফিসার গত বুধবার দুপুরে ডাকাতি করতে যাবার সময় একটি ট্রাকসহ ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন। ট্রাকে তল্লাসী চালিয়ে ভোজালি, বোমার মশলা প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

সাংবাদিক সংঘ ছাড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর মহকুমায় সংঘের বর্তমানে সদস্য সংখ্যাও অনেক কমেছে। অন্যদিকে পাল্টা গড়ে ওঠা জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী। রবিবারের বার্ষিক সম্মেলনে এ নিয়ে ঝড় উঠবে। সম্ভবতঃ সংঘের নেতৃত্ব পদেও রদবদল হবে। অনেকেই চাইছেন গণকণ্ঠ সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরীকে নেতৃত্ব পদে বসাতে।

ত্রাণ বন্টনের অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। ৪৪ ক্রমিক সংখ্যায় বাবুলাল রাজমল্ল নামে এক ব্যক্তিকে ২৭ আগষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে ঐ এলাকায় ওনামে কোন লোকই নেই। এদিকে সাগরদীঘি এলাকার রেশন ব্যবস্থা নিয়েও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অভিযোগ এসেছে। সেখানে প্রাপ্ত রেশন দ্রব্যগুলি কার্ডধারীদের না দিয়ে বাইরের বাজারে বিক্রী করা হচ্ছে। একজন রেশন ডিলারকে এই অভিযোগে গত সপ্তাহে বরখাস্তও করা হয়েছে।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর

পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী

ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে

ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,

পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন: অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭

ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮

তাং ২৪-৩-৭০

কংগ্রেসের ডেপুটেশন

অরঙ্গাবাদ: আইন শৃংখলার অবনতি, খয়রাতি সাহায্য নিয়ে দলবাজির প্রতিবাদে আজ (বুধবার) সুতি—১ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিডিও'র কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাব।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

খরার পরিপ্রেক্ষিতে আমন চাষে চাষী ভাইদের করণীয়

* ধান রোয়া ২১শে ভাদ্র পর্যন্ত চলতে পারে।
* জলদি জাতের ধান, যথা—আই, আর-৩৬, আই, ই, টি-২২৩৩, আই, ই, টি-২৮১৫, আই-আর-২০, রত্না, পলমন এবং দেশী জাতের ধান রোয়া করুন।
* ঘন করে (২০×১০ সে. মি.) রোয়া করুন।
* প্রতি গুছিতে ৪-৫টি চারা দিন।
* আলতোভাবে ৩-৪ সে. মি. গভীরে রোয়া করুন।
* শেষ চাষের সময়ে একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফস্‌ফেট এবং ১২ কেজি পটাশ ছড়িয়ে দিন। রোয়ার ১২—১৫ দিনের মধ্যে ১২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন।
* দেশী জাতের ধানে শেষ চাষের সময়ে একরে ৫ কেজি নাইট্রোজেন দিন।
* দেশী ধানের বেলায় চারার অভাব দেখা দিলে রোয়া চারা তুলে গুছি ভেঙ্গে অর্দ্ধেক ক'রে আবার রোয়া করুন। প্রথমবার চারা রোয়ার এক মাসের মধ্যেই এবং ভাদ্র মাসের মধ্যে গুছি ভেঙ্গে রোয়া চলবে।
* যে জমিতে রোয়া করা সম্ভব নয় তাতে কলাই চাষ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও বলবর্দ্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অরুন্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।